আজকের কাগজ

16

তারিখ ... 08 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম

প্রসঙ্গঃ 'অরক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়'

আজকের (২৯.৭.৯১) কাগজ'-এ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম-এর 'অরক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি পড়লাম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ ডিসেম্বর '৯০ ও পরবর্তী সময়ের দুঃখজনক ঘটনাবলী তদন্তের জন্য সরকার যে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিশন নিয়োগ করেছিলেন সেই কমিশনের 'সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার মতো' রিপোর্ট-এর ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন যদিও তিনি 'রিপোর্টটির একটি অতি-সংক্ষেপিত সারাংশ' পত্রিকায় পড়েছেন- পুরো রিপোর্ট পড়েননি। এ কারণে, লেখাটি লেখকের পান্ডিত্যের গুণে এবং তাঁর কোনো 'অলস দিনের' কল্পনায় সুখপাঠ্য হলেও, এতে তাঁকে চাতুর্যপূর্ণ, পলায়নবাদী এবং অনেকাংশে একপেশে মনে হয়েছে।

'দেখতে পাচ্ছি, ছাত্রদের ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা, বাইরের কোনো রাজনৈতিক দল, মৌলবাদী কোনো সংগঠন, অথবা স্বার্থান্বেষী কোনো মহল নয়। শিক্ষকরা দলাদলি করছেন, আর ছাত্ররা বন্দুক, রামদা, চাকু ও হকিস্টিক দিয়ে একে অপরকে মারছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা রাজত্ব করে, কাদের দাপটে এর নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে, এসব খবর তো দশ বছরের বালকটিও জানে।'

'দশ বছরের বালকটি কি জানে লেখক বলেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বালকটির জানা উচিতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সব রকম অপতৎপরতার জন্য শিক্ষকদের দলাদলি দায়ী, যেহেতু তিনি বলেছেন, 'বাইরের কোনো রাজনৈতিক দল, মৌলবাদী কোনো সংগঠন অথবা স্বার্থান্বেষী কোনো মহল নয়।' তিনি এমন সিদ্ধান্ত দিতে পারলেন, বিভিন্নভাবে 'রিপোর্টটির অতি-সংক্ষেপিত সারাংশ'- এর ওপর অতিশয় আস্থাশীল হবার কারণেই।

তিনি যদি ২৩ ডিসেম্বর '৯০-এর প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা পড়তেন, তাঁর যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবিরের বিভিন্ন সময়ের হত্যা, সন্ত্রাস, রগ কাটাকাটি প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য হতো, এমনকি কোনো এক শেলিনা শেলীর 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়' (সংবাদ ঃ ১৬.৭.৯১) করুণ আর্তনাদ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাহলে তিনি লজ্জিত হতেন এই দশ বছরের বালকটি যে জানে শুধু শিক্ষকদের দলাদলি নয়, 'মৌলবাদী কোনো সংগঠন' - (স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির)-এর প্রতিষ্ঠালাভের অপতৎপরতায় পঞ্চাশের অধ্যাপক ইসলামরা জানেন না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামদের এমন অসতর্ক মন্তব্যের জন্যই স্বাধীনতাবিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধের একাত্তরকে গন্ডগোলের বছর বলে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে কাফের গড়ার শিক্ষা বলে, শিক্ষকদের একাত্তরে শেষ করা যায়নি বলে এখানে-ওখানে আক্ষেপ করে চলে।

লেখক রিপোর্টটির গতি-প্রকৃতি ও সারবত্তা পর্যালোচনার সুযোগ পাওয়ার আগেই 'এক সদস্যবিশিষ্ট দলের সাফল্য নিশ্চয় প্রশংসনীয়' বলেছেন এবং সরকারের কাছে অনুরোধ রেখেছেন, এরপর যাতে কোনো তদন্ত কমিটিতে একজনের বেশি সদস্য অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। ভাগ্যিস, তিনি ঐ কমিটিতে যেনো শুধু নিজামীকে নিয়োগ করা হয় এমন পরামর্শ রাখেননি। কেননা, নিজামীরা নাকি আজকাল সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চায়। এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটির তিনি শুভ দিক দেখেছেনঃ এক সঙ্গে অনেক কমিটি গঠনের সুযোগ ও দ্রুতগতিতে রিপোর্ট প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায়। তিনি আরো বলেছেন, 'বর্তমান সরকারের মাত্র কয়েক মাসের কার্যকালে অন্ততঃ তিনটি তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে- এটি একটি সাফল্য সন্দেহ নেই; এবং আমার বিশ্বাস কমিটিগুলি... এক সদস্যবিশিষ্ট হলে, ফলাফল আরো শীঘ্র পাওয়া যেতো।' এবং তিনি এ সদস্যবিশিষ্ট আদালতকে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সমার্থক বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত রিপোর্টের পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা উঠেছে বলে। চমৎকার! এজলাসের বিচারকের কর্মপদ্ধতি আর তদন্ত কমিটির সদস্যের রিপোর্ট প্রণয়নের কর্মপদ্ধতি যে অভিন্ন তাও তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছেন। আরো চমৎকার! সৎ মানুষেরা সবাইকে সৎ ভাবেন বলেই না অসৎ মানুষের এমন ব্যবসায়! তাইতো তিনি মান নয়, প্রকৃতি নয়, ত্বরিত গতিতে সম্পাদিত রিপোর্টকেই সফলতা বলতে পারেন; এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকেই নিরপেক্ষ বলতে পারেন।

'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্টে নিশ্চয়ই অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও দিকনির্দেশনা রয়েছে, সেগুলি আমি পড়ব এবং আমার বিশ্বাস ঘটনার প্রকৃত কারণ সেখানে তলিয়ে দেখা হয়েছে।'

কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে কোনো যোগ্যতা লাগে না- যোগ্যতা লাগে পরীক্ষণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে- প্রতিবাদ করতে। বিশ্বাস স্থাপন করতে পরীক্ষণের পরিশ্রম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যেটি 'সত্য', পরীক্ষণের পরও সেটি সত্যই থাকে। পরীক্ষণের পূর্বেই সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ ডিসেম্বর '৯০-এ সংঘটিত সহিংসতা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট বিশ্বাস করলেন, তাঁর এমন অযোগ্যতা ঢাকার যোগ্যতা আমাদের কবে হবে?

অধ্যাপক ইসলাম 'শিক্ষকরা দলাদলি' করছেন এটিকেই তাঁর রচনায় মুখ্য করে এনেছেন এবং শিক্ষকদের এই পেশায় আছেন বলে তিনিও এর জন্যে একদিন দায়ী সাব্যস্ত হতে পারেন বলে খুবই চিন্তিত। না, তাঁর চিন্তার কোনো চিন্তা নেই, এমন ইঙ্গিত তাঁর রচনায় আছে, কারণ তিনি 'দলাদলির' স্তর ডিঙিয়ে কোনো এক দলে পৌঁছেছেন যেখানে দলাদলি নেই, তাইতো তিনি 'দলাদলির' একটিও শুভ দিক খুঁজে পাননি।

একাত্তরে শিক্ষকদের দলাদলি ছিলো, এ জন্যে একদল স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদরের পক্ষে ছিলো, আরেক দল মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার জন্যে ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করে দালাল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দলাদলি করেছে। শিক্ষকদের দলাদলি বায়ান্নতে ছিলো- ভবিষ্যতেও থাকবে। এ না থাকলে দালাল-চাটুকার আর প্রগতিশীল-প্রতিবাদীরা একদল গড়ে এই দেশটাকে- এই পৃথিবীটাকে মৃতের ভাগাড়ে পরিণত করবে যেখানে মানুষ নয়- শকুনেরা বাস করবে সেই একাত্তরের শকুনদের মতো।

শিক্ষাঙ্গনে নয় শুধু সর্বত্র দলাদলি চাই। মসজিদে-মন্দিরেও দলাদলি চাই। ওখানে দলাদলি নেই বলেই ধর্মপ্রচারের নামে, ধর্মানুষ্ঠানের নামে আব্বাস আলী খান- এল. কে. আদভানীরা ওখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানুষের বসত এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে চলেছে। ওখানে দলাদলি হবে ধার্মিক ও কল্যাণকামী মানুষের সঙ্গে ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক অমানুষের। দলাদলি হবে সর্বত্রঃ মানবতায়- হিংস্রতায়, প্রগতিশীলতায় -পশ্চাদমুখীনতায়।

জে. এইচ. মোল্যা,
প্রভাষক, টঙ্গী সরকারী কলেজ।